মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ নভেম্বর ২০১৮

প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ: ৯ ডিসেম্বর ২০১৮

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের জন্য সচেষ্ট থাকে।

২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রচণ্ড রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতি মাসে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও এই রিপোর্টে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাই শুধুমাত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সূচীপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি - নভেম্বর ২০১৮ .... ৪

ভূমিকা ৬

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও মানবাধিকার ৬

নির্বাচন কমিশন ও আসন্ন সংসদ নির্বাচন ৯

সভা-সমাবেশে বাধা ১১

ভিন্নমতাবলম্বী সংগঠন ও নাগরিকদের ওপর নিপীড়ন ১৩

রাজনৈতিক সহিংসতা ১৫

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ১৬

গুম ১৭

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব ১৮

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন ১৯

নারীর প্রতি সহিংসতা ১৯

সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বাংলাদেশের ওপর ভারতের হস্তক্ষেপ অব্যাহত ২০

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত জটিলতা ২০

সুপারিশ ২২

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি - নভেম্বর ২০১৮

১ জানুয়ারি-৩০ নভেম্বর ২০১৮*

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরণ			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৮	৬	১৭	২৮	১৪৯	৫০	৬৯	২৪	৩৫	১৯	৩৪	৪৪৯
	গুলিতে নিহত		১	১	০	০	০	০	০	০	০	০	০	২
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	২	০	০	০	১	০	০	৫
	মোট		১৯	৭	১৮	২৯	১৫১	৫০	৬৯	২৪	৩৬	১৯	৩৪	৪৫৬
গুম			৬	১	৫	২	১	৩	৫	৫	৩০	১৩	১২	৮৩
কারাগারে মৃত্যু			৬	৫	৯	৭	৮	৫	৭	৪	২	৪	৭	৬৪
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	১	০	০	০	০	১	০	১	৩	২	১০
	বাংলাদেশী আহত		৩	৫	১	২	০	১	০	১	৭	০	০	২০
	বাংলাদেশী অপহৃত		২	০	০	৩	৪	০	০	০	১	২	১	১৩
	মোট		৭	৬	১	৫	৪	১	১	১	৯	৫	৩	৪৩
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১২	৬	১	২	৩	১	৩	১২	১	৩	১	৪৫
	লাঞ্ছিত		১	৩	৩	০	০	০	০	১০	১	০	০	১৮
	হুমকির সম্মুখীন		২	১	৩	০	১	১	০	১	০	০	০	৯
	মোট		১৫	১০	৭	২	৪	২	৩	২৩	২	৩	১	৭২
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৯	৫	৯	১১	১৩	২	৩	২	৪	১০	১১	৭৯
	আহত		৬১৯	৪২৪	৩৩৫	৪২৮	২৯৭	১৫৩	২১৬	২৫২	২৬১	৩৮০	৪৬১	৩৮২৬
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১২	১৬	১৫	২১	১২	৬	১০	১৪	১৬	৭	৬	১৩৫
ধর্ষণ			৪৬	৭৮	৬৭	৬৯	৫৮	৪৮	৫৯	৫৬	৫৪	৫৩	৩১	৬১৯
যৌন হয়রানীর শিকার নারী			১৫	১৪	২৫	২৪	১৯	৬	১১	৮	১৬	৯	৫	১৫২
এসিড সহিংসতা			২	১	৩	৪	২	০	৫	৬	১	১	১	২৬
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৫	৬	৮	২	৫	২	৪	৩	৬	৪	৩	৪৮
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	১	০	১	০	০	০	০	০	০	২
		আহত	২০	০	৪০	০	৩৫	২৭	১০	০	১	৬৭	০	২০০
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৯	১১	৭	৮	১৮	৭	৪	৬	৫	৩	৬	৮৪
		আহত	৮	৪	০	৩	৪	৩	৯	০	৬	২০	১	৫৮

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)-এ গ্রেফতার **	**২**	**১**	**০**	**০**	**৩**	**০**	**২**	**২৭**	**৩**	**১**	**০**	**৩৯**
ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮-এ গ্রেফতার***	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**৭**	**২**	**৯**

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়। এছাড়া নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে "মিথ্যা ও বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচার, গুজব ছড়ানো ও সরকার বিরোধী" পোস্ট দেয়ার কারণে ২২ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

*** ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ এ জাতীয় সংসদে পাস হয় এবং ৮ অক্টোবর ২০১৮ তা আইনে পরিণত হয়।

ভূমিকা

১. আজ ৯ ডিসেম্বর, জাতিসংঘের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ঘোষণার ২০ বছর, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার রক্ষাকমী দিবস হিসেবে স্বীকৃত। এই দিবসে *অধিকার* বিশ্বের সমস্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের স্মরণ করছে যাঁরা রাষ্ট্রিয় নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। *অধিকার* তাঁদের এবং সারাবিশ্বের সমস্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছে। এছাড়া *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করছে যাঁরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কাজ করতে গিয়ে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষক দুর্বৃত্তদের হাতে বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন ও হয়রানির শিকার হয়েছেন। *অধিকার* মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর সমস্ত নির্যাতন-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

২. এই প্রতিবেদনটি ২০১৮ এর নভেম্বর মাসের সার্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়েছে; যেখানে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনসহ রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, জীবনের অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করাসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। *অধিকার* এই প্রতিবেদন এমন সময় প্রকাশ করছে যখন তার কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার জন্য সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে সরকার সমর্থিত গণমাধ্যমে *অধিকার* এর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। একটি স্বাধীন ও দায়িত্বশীল সংস্থা হিসেবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে প্রতিবাদ ও প্রচারভিযান চালানোর কারণে এবং একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা হওয়ায় *অধিকার* ২০১৩ সাল থেকে প্রচণ্ড রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও হয়রানির মধ্যে রয়েছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও মানবাধিকার

৩. নভেম্বর মাসের আলোচনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু হচ্ছে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল হওয়ার পর ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে এইবার সবকটি রাজনৈতিকদলের অংশগ্রহণে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত অধিকাংশ নির্বাচনেই ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে ভোট কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান, কারচুপি ও অনিয়মের ব্যাপক অভিযোগ থাকায় আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হওয়া নিয়ে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সংশয় রয়েছে। প্রথমে ২৩ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ করা হবে বলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু পরবর্তীতে ভোটগ্রহণের দিন ২৩ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ৩০ ডিসেম্বর নির্ধারণ করা হয়।[১] তফসিল ঘোষণার আগে গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংকট নিরসনে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের লক্ষ্যে দুইদফা সরকারের সঙ্গে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের এবং একদফা বাম গণতান্ত্রিক জোটসহ কয়েকটি দল ও জোটের সংলাপ হয়। কিন্তু সংলাপে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট ও বাম গণতান্ত্রিক জোটের কোন দাবিই মেনে নেয়নি সরকার। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে সংলাপের সময় সরকারের পক্ষ থেকে গায়েবী মামলা ও বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার অভিযান না চালানোর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ক্ষমতাসীনদল তার

[১] যুগান্তর, ১৩ নভেম্বর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/111078/

নেতাকর্মী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দিয়ে সারাদেশে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়েছে। এই ক্ষেত্রে সরকার পুলিশ ও প্রশাসনকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করছে বলে বিরোধীদল ও জোটের পক্ষ থেকে অভিযোগ রয়েছে। নতুন ও পুরোনো মামলার সূত্র ধরে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা বিরোধীদল ও জোটের নেতাকর্মীরদের গ্রেফতার করছে।[২] ফলে অনেকেই বাড়িঘর ছেড়ে আত্মগোপন করে আছেন। যাঁরা গ্রেফতার হয়েছেন তাঁরা সবাই বিরোধীদল ও জোটের জেলা পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ও সক্রিয় নেতাকর্মী, সাবেক সংসদ সদস্য এবং আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী। তাঁদের গ্রেফতারের পর দফায় দফায় রিমান্ড চাওয়া হলে আদালত তাঁদের রিমান্ডও মঞ্জুর করে। এছাড়াও মামলা দায়েরের সময় পুলিশ বিপুল সংখ্যক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করছে। যার কারণে পরবর্তী সময়ে বিরোধীদল ও জোটের যে কোন নেতাকর্মী অথবা সাধারণ মানুষকে এই মামলায় গ্রেফতার করে হয়রানি করার সম্ভবনা থেকেই যাচ্ছে। অতীতে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করায় সেটাই ঘটেছে। অনেক ঘটনার মধ্যে নিচে কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হলোঃ

৪. কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানায় বিএনপি ও জামায়াতের ছয় শতাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে পুলিশ ১৩টি গায়েবী মামলা দায়ের করেছে। বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া থানায় বিএনপি এবং এর সহযোগী সংগঠনের ৮৭ জন নেতাকর্মীর নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত অসংখ্য নেতাকর্মীকে অভিযুক্ত করে আগৈলঝাড়া উপজেলা যুবলীগ সভাপতি মোহাম্মদ সাইদুল সরদার ও সিনিয়র সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ লিটন দুটি মামলা দায়ের করেন।[৩]

৫. গত ৬ নভেম্বর ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ থানায় বিস্ফোরক আইনে দায়ের করা মামলায় উল্লেখ আছে, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশে যোগ দিতে এসে বুড়িগঙ্গা দ্বিতীয় সেতুর দক্ষিণ পাশে বিএনপি'র নেতাকর্মীরা জড়ো হয়ে পরে কদমতলী গোল চত্বরের লায়ন টাওয়ারের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায় ও গাড়ি ভাংচুর করে। ঘটনাস্থল থেকে ১৩ জনকে আটক করা হয়। লায়ন টাওয়ারের সামনে এসএস মোটর সাইকেল সার্ভিস সেন্টারের মালিক স্বপন সরকার জানান, এই দিন ককটেল বিস্ফোরণ বা গাড়ী ভাংচুরের কোনো ঘটনাই তিনি দেখেননি। এছাড়া একই এলাকার জে জে ফ্যাশনস্ এর মালিক মোহাম্মদ রকি জানান, ঐদিন সারাদিনই তিনি দোকানে ছিলেন। ভাংচুর ও হামলার কোনো ঘটনা তাঁর চোখে পড়েনি।[৪]

৬. ঢাকার গেন্ডারিয়া থানায় দায়ের করা মামলায় পুলিশ বলছে, ৬ নভেম্বর বিকেলে সাদেক হোসেন খোকা মাঠের সামনে বিএনপি-জামায়াতের নেতাকর্মীরা জড়ো হয়ে সরকারবিরোধী শ্লোগান দিয়ে জনগণের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করে। ঘটনাস্থল থেকে সাতজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তবে মাঠের সামনে থাকা রুবেল স্টোর নামে দোকানের মালিক বাদশা মিয়া জানান, সেদিন এখানে বিএনপি'র কোনো মিছিল হয়নি।[৫]

৭. কারাবন্দি জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সমন্বয়ক বিএনপি দলীয় সাবেক এমপি এবং আসন্ন নির্বাচনে সম্ভাব্য প্রার্থী মনিরুল হক চৌধুরী গত ৪ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে জামিন পান। কিন্তু জামিনের কাগজপত্র কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানায় পৌঁছানোর পরও পুরানো দুইটি গায়েবী মামলায় তাঁকে গ্রেফতার দেখানো হলে তিনি কারাগার থেকে আর মুক্তি পাননি।[৬] গত ২০ নভেম্বর নারায়ণগঞ্জ জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক মামুন

---

[২] নয়াদিগন্ত, ১৩ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/364250/

[৩] নয়াদিগন্ত, ১২ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/364023/

[৪] প্রথম আলো, ১২ নভেম্বর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1564874

[৫] প্রথম আলো, ১২ নভেম্বর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1564874/

[৬] মানবজমিন, ১৫ নভেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=145226&cat=3/

মাহমুদ উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়ে কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার পর তাঁকে জেলগেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার করে ফতুল্লা মডেল থানা পুলিশ।[৭]

৮. নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য গত ১৪ নভেম্বর বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মীর আগমন ঘটে বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে। এই সময় মিছিলে আসা নেতাকর্মীদের সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে পুলিশ। তাঁরা সরে না যাওয়ায় এক পর্যায়ে পুলিশের গাড়ি উঠিয়ে দেয়া হয় মিছিলের ওপর। এই ঘটনায় কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হলে এবং পুলিশ কয়েকজন কর্মী-সমর্থককে লাঠিপেটা করলে বিক্ষুদ্ধ কর্মী-সমর্থকরা রুখে দাঁড়ান। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া শুরু হলে পুলিশ টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে এবং রাবার বুলেট ও ছররা গুলি ছোঁড়ে। এক পর্যায়ে হেলমেট পরিহিত একদল যুবক বিএনপি অফিসের সামনে এসে সংঘর্ষে যোগ দেয়। তাদের হাতে ছিল লোহার রড ও বাঁশের লাঠি। মাথায় হেলমেট থাকায় তাদের চেনা যাচ্ছিল না। কারও কারও মুখে ছিল কালো কাপড় বাঁধা। এই হেলমেট বাহিনীর সদস্যরা পুলিশের দুইটি গাড়িসহ একটি ব্যক্তিগত গাড়িতে ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।[৮] এই ঘটনার পর বিএনপি দলীয় সাবেক এমপি হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা আনিসুজ্জামান বাবু এবং খুলনা জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আমির হোসেন এজাজ মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে দলীয় কার্যালয় থেকে বের হওয়ার সময় পুলিশ তাঁদের গ্রেফতার করে।[৯] এই ঘটনায় পুলিশ বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস ও তাঁর স্ত্রী আফরোজা আব্বাসসহ ৪৪৮ জনকে আসামি করে তিনটি মামলা দায়ের করে এবং বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য নিপুণ রায় চৌধুরী ও ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সহ-সাধারণ সম্পাদক আরিফা সুলতানা রুমাসহ ৬৫ জন বিএনপি নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে এবং রিমান্ডে নেয়।[১০] এই ঘটনার সময় লক্ষীপুর জেলার রামগঞ্জ থেকে ইমরান হোসেন নামে এক যুবক পল্টনে অবস্থিত তুহিন ট্যুরিজম নেটওয়ার্কের অফিসে যাওয়ার পথে তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করে পাঁচ দিনের রিমান্ডে নেয়।[১১]

৯. গত ১৯ নভেম্বর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল বিএনপি'র সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী শেখ রবিউল আলমকে নাশকতার মামলায় ঢাকার বসুন্ধরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করে এবং তিনদিনের রিমান্ডে নেয়।[১২] সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ভোলা জেলায় বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া গায়েবী মামলাগুলো পুলিশ তড়িঘড়ি করে অভিযোগপত্র দিয়েছে এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশি চালিয়েছে। এইসব অভিযোগপত্রে ৩ হাজারেরও বেশী ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ফলে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরও গ্রেফতার আতংকে নেতাকর্মীরা এলাকা ছাড়া হয়ে আছেন।[১৩]

---

[৭] নয়াদিগন্ত, ২১ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/more-news/366386/
[৮] মানবজমিন, ১৫ নভেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=145236&cat=2/
[৯] নয়াদিগন্ত, ১৫ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/364802/
[১০] মানবজমিন, ২৪ নভেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=146472&cat=3/
[১১] মানবজমিন, ২১ নভেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=146136&cat=3/
[১২] যুগান্তর, ২৫ নভেম্বর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/115182/
[১৩] প্রথম আলো, ২৬ নভেম্বর ২০১৮

বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী শেখ রবিউল আলম। ছবিঃ যুগান্তর, ২৫ নভেম্বর ২০১৮

১০. যশোরের বিএনপি নেতা ও মজিদপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবু বকর সিদ্দিকী যশোর-৬ আসনের দলীয় প্রার্থী হওয়ার জন্য সাক্ষাৎকার দিতে গত ১২ নভেম্বর ঢাকায় আসেন। গত ১৮ নভেম্বর আবু বকর সিদ্দিকী পুরানো পল্টনের একটি হোটেল থেকে বের হবার পর থেকে নিখোঁজ হন। গত ১৯ নভেম্বর দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ থানা পুলিশ তাঁর লাশ উদ্ধার করে। কেশবপুর থানা বিএনপি সভাপতি আবুল হোসেন আজাদ অভিযোগ করে বলেন, ঘটনার পর তাঁরা ছুটে যান শাহবাগ থানায়। কিন্তু পুলিশ তাঁদের কোনো ধরনের সহযোগিতাই করেনি। এমনকি তাঁদের সাধারণ ডায়েরিও গ্রহণ করেনি পুলিশ।[১৪] বিএনপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, আবু বকর সিদ্দিকীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।[১৫]

আবু বকর সিদ্দিকী । ছবিঃ ডেইলিস্টার, ২৩ নভেম্বর ২০১৮

নির্বাচন কমিশন ও আসন্ন সংসদ নির্বাচন

১১. ২০০৮ সালের ডিসেম্বরে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট ক্ষমতায় আসার পর থেকে স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতেও ক্ষমতাসীনদের ব্যাপক নিপীড়ন ও কারচুপি এবং ২০১৪ সালে বিতর্কিত

[১৪] নয়াদিগন্ত, ২৪ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/last-page/366904/

[১৫] প্রথম আলো, ২৩ নভেম্বর ২০১৮

ও প্রায় ভোটারবিহীন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ জোট সরকার দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার কারণে নাগরিকরা তাঁদের ভোটাধিকারসহ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। তাই ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। জনগণের আকাঙ্খা যে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও অবাধ। কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধান বিরোধীজোট জাতীয় ঐক্যফ্রন্টসহ বিএনপি এবং জোটভুক্তদলের নেতাকর্মীদের দমনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদলের নেতারা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সহযোগিতায় নির্বাচনী প্রচারণা চালিয়ে আচরণবিধি লঙঘন করছেন এবং নির্বাচনী মাঠ একচ্ছত্রভাবে দখল করে রেখেছেন।[১৬] নির্বাচন কমিশন একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত। অথচ একটি অসমতল নির্বাচনী মাঠ বহাল রাখার মধ্যে দিয়ে কে এম নুরুল হুদার নেতৃত্বাধীন বর্তমান নির্বাচন কমিশন তার পূর্বসূরী রকিব কমিশনের মতই আজ্ঞাবহ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই কমিশনের অধীনে অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলোতে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীদের জাল ভোট দেয়া, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের আটক ও বের করে দেয়া এবং ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে। বর্তমান কমিশন দায়িত্ব নেবার পর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে তারা বিভিন্ন দলের সঙ্গে রাজনৈতিক সংলাপ করলেও সংলাপের সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে কোনোই পদক্ষেপ নেয়নি। উপরন্তু নির্বাচনের সময় দায়িত্ব পালন করতে পারেন, এমন ব্যক্তিদের তালিকা গোপনে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা। সেই তালিকা নিয়ে দুই মাস আগে তথ্য সংগ্রহে মাঠে নামে পুলিশ। তালিকায় থাকা প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার এবং আনসার-ভিডিপি'র সদস্যদের নাম, ঠিকানা, বর্তমান ও অতীতের দলীয় পরিচয়, কারও পরিবারের অন্য কেউ রাজনীতি করেন কি না- এসব তথ্য রেকর্ড করা হচ্ছে। খুলনা সরকারি বিএল কলেজের কয়েকজন শিক্ষক জানান, তাঁদের ফোন করে পুলিশ পরিচয়ে 'কোন দল করা হয় বা কোন দল সমর্থন করি' এমন প্রশ্ন করা হয়েছে। পূর্বের নির্বাচনের দায়িত্ব পালনকারী কয়েকজন জানান, এর আগে এই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয় নাই।[১৭]

১২. এদিকে প্রশাসন সরকারের নয়, বরং নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে চলছে[১৮] বলে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল হুদা এমন দাবি করলেও বাস্তব চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার আগে থেকেই বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের ওপর বর্তমান সরকারের দমনপীড়ন চলছিল যা তফসিল ঘোষণার পরও অব্যাহত আছে। এমনকি বিরোধীদলের পক্ষ থেকে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অনুমতি নিয়ে সভা করতে গেলেও পুলিশ সেখানে হামলা চালাচ্ছে। গত ২৫ নভেম্বর যশোর জেলার অভয়নগরে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে অভয়নগর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বিএনপি নেতা নুরুল হক মোল্যার বাড়িতে একটি কর্মীসভা চলাকালে অভয়নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশ সভায় লাঠিচার্জ করে এবং দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছোঁড়ে। নুরুল হক মোল্যা জানান, এই সভার জন্য তাঁরা সহকারী রিটানিং অফিসার ও উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তার অনুমতি নিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও পুলিশ সভায় হামলা চালায়।[১৯]

---

[১৬] নয়াদিগন্ত, ১৯ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/365840/

[১৭] প্রথম আলো, ১৯ নভেম্বর ২০১৮; https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1565831/

[১৮] নয়াদিগন্ত, ২৫ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/367126/

[১৯] মানবজমিন, ২৬ নভেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=146763&cat=3/

১৩. গত ২২ নভেম্বর নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এক সভায় নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার নিকট অতীতে অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন গুলোতে মাঠ পর্যায়ের পুলিশ ও প্রশাসন কর্তৃক ব্যাপক অনিয়মের কথা তুলে ধরেন। এরমধ্যে গাজীপুর সিটি নির্বাচনের অনিয়ম নিয়ে নিজের করা তদন্ত প্রতিবেদন প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে জমা দিলেও তা আলোর মুখ দেখেনি বলে তিনি উল্লেখ করেন।[২০] গত ২২ নভেম্বর জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট প্রশাসন ও পুলিশের ৯২ জন কর্মকর্তাকে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সমস্ত দায়িত্ব থেকে বিরত রাখার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনে একটি তালিকা জমা দেয়। এই তালিকায় নির্বাচন কমিশনের সচিব হেলালুদ্দীনের নামও রয়েছে।[২১]

১৪. গত ৬ নভেম্বর নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে *অধিকার* এর নিবন্ধন কোন নোটিশ ছাড়া এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে একতরফাভাবে বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। *অধিকার* এর নিবন্ধন বাতিলের পাশাপশি অন্যান্য পর্যবেক্ষক সংস্থাদের মৌখিকভাবে বিভিন্ন ধরনের নির্দেশনা দেন বিতর্কিত এই ইসি সচিব হেলালুদ্দীন। গত ২০ নভেম্বর নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থার সঙ্গে এক সভায় তিনি বলেন, পর্যবেক্ষণে থাকা পর্যবেক্ষকরা কেন্দ্রের ছবি তুলতে পারবেন না, কেন্দ্রের পরিবেশ ভিডিও করতে পারবেন না এবং গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে পারবেন না। এমনকি পর্যবেক্ষকরা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবেন না। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে তাঁরা শুধু ভোট পর্যবেক্ষণ করবেন। অথচ ইসি প্রণীত নির্বাচন পর্যবেক্ষক নীতিমালায় এই ধরনের কোন নির্দেশনা নেই। এছাড়া ইসি সচিব পর্যবেক্ষণ সংস্থার কর্মকর্তাদের নির্দেশনা না মানলে তাদের নিবন্ধন বাতিল করারও হুমকি দেন।[২২]

১৫. জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের অর্ন্তভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোসহ বেশিরভাগ বিরোধী জোট ও দলের তীব্র আপত্তি থাকা সত্ত্বেও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ছয়টি আসনের সবকটি কেন্দ্রে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) ব্যবহারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন।[২৩] কিন্তু ইভিএম ব্যবহারের প্রস্তুতি বা কারিগরি সামর্থ্যও এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি নির্বাচন কমিশনের। গত ১২ নভেম্বর ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইভিএম প্রর্দশনীর আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন। একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হক একটি বুথে গিয়ে ইভিএম ব্যবহারের পদ্ধতি শেখেন। তিনি বলেন, 'আমরা তো ব্যালট পেপারে ভোট দিয়েছি, আবার ইভিএমও দেখলাম। ব্যালটে ভোট দেয়ার চেয়ে এভাবে ভোট দেয়াটা সহজ। কিন্তু পরবর্তীকালে যন্ত্রের ভেতরে কি হচ্ছে বা ভোট কোন প্রতীকে গণনা হচ্ছে, তা জানা যাচ্ছে না।[২৪]

সভা-সমাবেশে বাধা

১৬. একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করার পরও সরকারের বাইরের রাজনৈতিক দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়নি। আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর ব্যাপক দমনপীড়নের মাধ্যমে মতপ্রকাশ ও সভা-সমাবেশের অধিকার লঙ্ঘিত করে নির্বাচনী মাঠে একচ্ছত্র প্রাধান্য

---

[২০] মানবজমিন, ২৩ নভেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=146335&cat=2/

[২১] মানবজমিন, ২৩ নভেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=146337&cat=2/

[২২] মানবজমিন, ২১ নভেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=146123&cat=10/

[২৩] যুগান্তর, ২৫ নভেম্বর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/115181/

[২৪] প্রথম আলো, ১৩ নভেম্বর ২০১৮

বিস্তার করেছে। সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং তার দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যবহার করে বিরোধীদলের সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে এবং সেগুলোতে হামলা করে পণ্ড করে দিচ্ছে। অনেক ঘটনার মধ্যে তিনটি ঘটনা নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

১৭. গত ১১ নভেম্বর অবাধ, সুষ্ঠু এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পরিবেশ তৈরির দাবিতে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ আয়োজিত মানববন্ধন পুলিশের বাধার মুখে পণ্ড হয়ে যায়।[২৫]

১৮. গত ১৮ নভেম্বর কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব উপজেলা বিএনপি'র এক কর্মীসভা চলাকালে পুলিশ বাধা দেয়। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা ঐ সভায় হামলা চালালে ৮ জন বিএনপি নেতাকর্মী আহত হন।[২৬] এই ঘটনায় পুলিশ বিএনপি'র ৪৭ জন নেতাকর্মীর নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত আরো ৩৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।[২৭]

১৯. গত ২৪ নভেম্বর নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে বিএনপি নেতা জাহাঙ্গির আলমের বাড়িতে স্থানীয় নেতাকর্মীদের একটি ঘরোয়া বৈঠক চলাকালে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা হামলা চালায়।[২৮]

২০. বিরোধীদল বিএনপি ছাড়াও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী অরাজনৈতিক সংগঠনের মিছিল- সমাবেশেও পুলিশ হামলা করেছে বলে জানা গেছে। সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবীতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা গত ১ নভেম্বর ঢাকার শাহবাগে মিছিল করতে চাইলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয় এবং কয়েকজনকে আটক করে নিয়ে যায়।[২৯]

শাহবাগে চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩৫ করার দাবিতে এক আন্দোলনকারীকে আটক করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। ছবিঃ ডেইলি স্টার, ৪ নভেম্বর ২০১৮

[২৫] যুগান্তর, ১২ নভেম্বর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/110929/
[২৬] মানবজমিন, ১৯ নভেম্বর ২০১৮
[২৭] মানবজমিন, ২৪ নভেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=146472&cat=3/
[২৮] প্রথম আলো, ২৫ নভেম্বর ২০১৮
[২৯] প্রথম আলো ৩ নভেম্বর ২০১৮, https://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1563719/

শাহবাগে পাবলিক লাইব্রেরির সামনে চাকরিতে প্রবেশের বয়স ৩৫ করার দাবিতে আন্দোলনকারীদের কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। ছবিঃ যুগান্তর ৪ নভেম্বর ২০১৮

২১. গত ২ নভেম্বর কোটা সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষার্থীরা ঢাকার সেগুনবাগিচায় কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলা মিলনায়তনে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের ব্যানারে ঘরোয়াভাবে পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে পুলিশ তাঁদের অনুমতি ছাড়া সভা করা যাবে না বলে বাধা দেয়। উল্লেখ্য সরকার সভা-সমাবেশকে বাধাগ্রস্ত করতে পুলিশের অনুমতি নেয়ার বিধান চালু করেছে।

ভিন্নমতাবলম্বী সংগঠন ও নাগরিকদের ওপর নিপীড়ন

২২.ভিন্নমতাবলম্বী নাগরিক ও সংগঠন গুলো মতপ্রকাশের কারণে তাদের ওপর সরকারি নিপীড়ন চলছে। এক্ষেত্রে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করা হচ্ছে।

২৩.গত ৬ নভেম্বর ২০১৮ নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে *অধিকার* এর নিবন্ধন বিনা নোটিশে একতরফাভাবে বাতিল করেছে। অথচ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০১৭ এর ৬.১ অনুযায়ী "নিবন্ধিত কোন পর্যবেক্ষক সংস্থার বিরুদ্ধে পর্যবেক্ষণ নীতিমালা লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইবে। নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্বে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় পর্যবেক্ষক সংস্থাটিকে উহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়সহ একটি লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবে। অভিযোগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থাটি কমিশনের কাছে শুনানীর জন্য আবেদন করিতে পারিবে। কমিশনে শুনানী গ্রহণ করিবার পর অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে সংস্থাটিকে অবহিত করা হইবে। শুনানীতে পর্যবেক্ষক সংস্থা আইনজীবী নিয়োগ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তথ্য প্রমাণাদি উপস্থাপনের সুযোগ পাইবে।" নির্বাচন কমিশন কোনরকম নোটিশ প্রদান এবং শুনানী ছাড়াই একতরফাভাবে *অধিকার* এর নিবন্ধন বাতিল করেছে, যা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। *অধিকার* এর নিবন্ধন বাতিল করার পরপরই সরকার সমর্থিত বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে *অধিকার* এর বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করা হয়। যেমন, গত ১১ নভেম্বর ২০১৮ দৈনিক জনকণ্ঠের বিভাষ বাড়ৈ 'বিতর্কিত সংস্থা অধিকার আবারও অস্বচ্ছ তৎপরতায় লিপ্ত'

শিরোনামে, ১৩ নভেম্বর দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের নিজস্ব প্রতিবেদক 'অধিকারের সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধের সুপারিশ: বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের তথ্য গোয়েন্দাদের হতে' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৬ নভেম্বর চ্যানেল আই এর প্রতিবেদক মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্টের ভিত্তিতে চ্যানেল আই *অধিকার* এর বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করেন। ২০ নভেম্বর একই ধরনের সংবাদ পরিবেশন করে সময় টিভি এবং কোন ধরনের অনুমতি ছাড়াই সংবাদ সংগ্রহের নামে *অধিকার* এর সেক্রেটারী এবং আইনজীবী আদিলুর রহমান খান এর চেম্বারের (যেটি আবাসিক বাড়িও) মূল ফটকের ভিডিও করে ডিবিসি চ্যানেলের দুই জন সাংবাদিক। সবকটি সংবাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল *অধিকার* এর কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া।

২৪. *অধিকার* গত ১৭ নভেম্বর এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সংগঠনের বিরুদ্ধে সরকার সমর্থিত উল্লেখিত সংবাদমাধ্যমগুলোর মনগড়া, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ করেছে এবং ব্যাখা দিয়েছে। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে দেশের জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখবার জন্য সবসময়ই সচেষ্ট থেকেছে। জনগণের ভোটের অধিকার যাতে নিশ্চিত হয় সেই লক্ষ্যে মানবাধিকার কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি ১৯৯৬ সাল থেকে *অধিকার* নির্বাচন প্রক্রিয়াসহ নির্বাচনী সহিংসতা পর্যবেক্ষণ করে আসছে। বাংলাদেশের কোন সরকারই মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই *অধিকার* তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে সমস্ত সরকারের আমলেই বিভিন্নভাবে হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছে। তবে বর্তমান সরকারের আমলে *অধিকার* এর ওপর আক্রমণ, নিপীড়ন ও হয়রানি চরম আকার ধারণ করেছে। *অধিকার* জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের স্পেশাল কনসালটেটিভ স্ট্যাটাস পাওয়া মানবাধিকার সংগঠন। ২০১৮ সাল হচ্ছে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৭০ বছর এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ঘোষণার ২০ বছর। সরকার সমর্থিত গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী *অধিকার* এর সমস্ত র্কাযক্রম বন্ধের ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থার সুপারিশ বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ ও জাতিসংঘের নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের ২২ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। কারণ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন শুধুমাত্র বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ সাপেক্ষে প্রকল্প ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। সংবিধান অনুযায়ী স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মানবাধিকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন ধরণের নিবন্ধনেরও প্রয়োজন হয় না।

২৫. গত ২২ অক্টোবর পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও দৈনিক নিউ নেশন পত্রিকার প্রকাশক ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন গত ৪ নভেম্বর একটি মানহানীর মামলায়[৩০] রংপুর অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পুলিশ হেফাজতে হাজির হতে গেলে আদালত প্রাঙ্গনে তাঁর ওপর হামলা করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।[৩১] ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বিরুদ্ধে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় মাসুদা ভাট্টিসহ ক্ষমতাসীনদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

[৩০] গত ১৬ অক্টোবর একাত্তর টেলিভিশনের টকশোতে মাসুদা ভাট্টি নামে এক সরকার সমর্থক সাংবাদিক ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে জামায়াতে ইসলামীর প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করলে তিনি এর জবাব দিতে গিয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে 'চরিত্রহীন বলে মনে করতে চাই' বলে মন্তব্য করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতেগত ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনকে রংপুরে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা একটি মানহানি মামলায় গ্রেফতার করে গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

[৩১] নয়াদিগন্ত, ৫ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/362451/

ব্যক্তিরা ২২টি মামলা দায়ের করেন।[৩২] ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সুমনা আক্তার নামে এক নারীর দায়ের করা মামলায় গত ২৯ নভেম্বর পুলিশের দেওয়া অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছেন সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মাদ আস-শামস জগলুল হোসেন।[৩৩]

মইনুল হোসেনকে আদালত থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি হয়। এ সময় হেমলেট পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় মইনুলকে (ইনসেটে)। রংপুরের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারকি হাকিম আদালত চত্বরে। প্রথম আলো ২৯ অক্টোবর ২০১৮

রাজনৈতিক সহিংসতা

২৬.*অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নভেম্বর মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১১ জন নিহত ও ৪৬১ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ২০টি ও বিএনপি'র ২টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১১ জন নিহত ও ২৮২ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৩৫ জন আহত হয়েছেন।

২৭. দেশে গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন না থাকায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য দায়মুক্তি ভোগ করছে। তাদের বিরুদ্ধে হত্যা, নারীর প্রতি সহিংসতা, ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর নিপীড়ন, বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখলসহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ আছে। বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে তারা নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন মারণাস্ত্র ব্যবহার করে সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে। অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে নিচে দুটি ঘটনা দেয়া হলোঃ

২৮.গত ১৬ নভেম্বর নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার বাঁশগাড়ি ও নীলক্ষা ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে তোফায়েল রানা (১৬) নামে এক স্কুলছাত্রসহ ৪ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।[৩৪] গত ২৩

---

[৩২] প্রথম আলো ২৯ অক্টোবর ২০১৮, প্রথম আলো ৩১ অক্টোবর ২০১৮

[৩৩] নয়াদিগন্ত ৩০ নভেম্বর ২০১৮, http://www.dailynayadiganta.com/last-page/368523/

নভেম্বর কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার আজগরিয়া ইউনিয়নের চরবাড়িয়া গ্রামে স্থানীয় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতাকর্মীরা স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের বাসা-বাড়িতে হামলা ও ভাংচুর চালায় এবং ছাত্রদলের সাবেক নেতা আমানউল্লাহ আমানকে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[৩৫]

নরসিংদীর রায়পুরার বাঁশগাড়ীতে আওয়ামী লীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ। ছবিঃ প্রথম আলো ১৭ নভেম্বর ২০১৮

নরসিংদী জেলার রায়পুরায় সংঘর্ষের সময় টেঁটাবিদ্ধ একজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ছবিঃ ইত্তেফাক ১৭ নভেম্বর ২০১৮

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

২৯.দেশে গণতন্ত্র ও আইনের শাসন না থাকায় বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড ভয়াবহ অবস্থায় রূপ নেয় চলতি বছরের মে মাসে শুরু হওয়া আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার দেশব্যাপী 'মাদকবিরোধী' অভিযানের মাধ্যমে, যা নভেম্বর মাসেও অব্যাহত ছিল। গত ১৫ মে থেকে ৩১ নভেম্বর পর্যন্ত মাদকবিরোধী অভিযানের নামে ২৮৩ জনকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। শুধুমাত্র নভেম্বর মাসেই ৩৪ জন ব্যক্তি বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

---

[৩৪] যুগান্তর, ১৭ নভেম্বর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/112500/

[৩৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৫ নভেম্বর ২০১৮; http://www.bd-pratidin.com/last-page/2018/11/25/378538

৩০.গত ১৭ নভেম্বর কক্সবাজার জেলার টেকনাফের লেঙ্গুঁরবিল গ্রাম থেকে ফরিদ আলম নামে এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য ফরিদকে নিয়ে ভোর রাতে পুলিশ ইয়াবার চালান উদ্ধারে গেলে ফরিদকে ছিনিয়ে নিতে তার সহযোগীরা পুলিশের ওপর গুলি ছুঁড়লে উভয়ের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ বাঁধে। পরবর্তীতে ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পুলিশ ফরিদকে উদ্ধার করে টেকনাফ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে ডাক্তারা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে ফরিদ এর পরিবার অভিযোগ করেছে যে, ফরিদকে দিনের বেলায় আটকের পর রাতে ইয়াবা ও অস্ত্র উদ্ধারের কথা বলে পুলিশ বন্দুকযুদ্ধের নামে তাঁকে হত্যা করেছে।[৩৬]

গুম

৩১. *অধিকার* এর তথ্য মতে নভেম্বর মাসে ১২ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যাদের মধ্যে ৩ জনকে পরবর্তীতে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে এবং বাকী ৯ জনের এখন পর্যন্ত কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

৩২.বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশে সর্বাধিক গুমের ঘটনা ঘটেছে তাই আসন্ন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধীদলের নেতাকর্মীদের গুম হবার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে বিরোধীদলগুলোর পক্ষ থেকে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত বিতর্কিত ও প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে বিরোধীদলের অনেক নেতাকর্মী বিশেষ করে বিএনপি'র নেতাকর্মীদের গুম করা হয়। যাঁদের মধ্যে বেশীরভাগ গুমের শিকার ব্যক্তিদের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

৩৩. গত ১৮ নভেম্বর ঢাকার শনির আখড়ায় এক বাসা থেকে শাহজাহানপুর থানা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সোহাগ ভূঁইয়াকে গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে তাঁর পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন। তাঁকে তুলে নেয়ার সময় বলা হয়েছিল যে, সোহাগ গত ১৪ নভেম্বর নয়াপল্টনে পুলিশের ওপর হামলা ও গাড়ি পোড়ানোর মামলার আসামী। সোহাগের মা ওজিফা বেগম ঢাকার মিন্টু রোডে অবস্থিত গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে তাঁর ছেলের খোঁজ করে গ্রেফতার সংক্রান্ত কোন তথ্য পাননি। সোহাগের বোন সেলিনা আক্তার অভিযোগ করেন, সোহাগকে ধরতে প্রথমে তাঁর শ্বশুড় বাড়ি কুমিল্লাতে হানা দেয় গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা। সেখান থেকে তাঁকে আটক করে ওই রাতেই নাঙ্গলকোট থানায় নিয়ে ভাইয়ের খবর জানার জন্য হুমকি ধমকি দেয়া হয়। এমনকি তাঁর ছোট বাচ্চাসহ তাঁকে হাজতে ঢুকিয়ে দেয়ারও ভয় দেখানো হয়। ভোর রাত আনুমানিক ৩ টায় তাঁকে গোয়েন্দা পুলিশের গাড়িতে করে ঢাকায় নিয়ে আসার পর সকালে শনির আখড়ায় তাঁদের এক আত্মীয়ের বাসায় অবস্থানরত সোহাগকে তিনি নিজে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে তুলে দেন। এরপর থেকে সোহাগের আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।[৩৭]

৩৪.অনলাইন এক্টিভিস্ট মোহাম্মদ রবিউল আউয়াল সোহাগকে (২৫) কুমিল্লা জেলার চৌমুহুনী উপজেলার ঢুলীপাড়া নিজ বাসা থেকে গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয় দিয়ে কয়েক ব্যক্তি তুলে নিয়ে যাওয়ার পর তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রবিউল আউয়ালের স্ত্রী খাদিজা আক্তার গত ৬ ডিসেম্বর এক সংবাদ সম্মেলন করে বলেন, গত ২৬ নভেম্বর রাত আনুমানিক ১১ টায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁর

---

[৩৬] প্রথম আলো, ১৯ নভেম্বর ২০১৮

[৩৭] মানবজমিন, ২০ নভেম্বর ২০১৮; http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=145984&cat=2/

স্বামীকে নিয়ে তাঁদের বাসায় আসে এবং তারপর তাঁকে নিচে রেখে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) পরিচয় দিয়ে বাসা থেকে ল্যাপটপ, কম্পিউটার ও অনলাইন সংক্রান্ত অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্রসহ তাঁর স্বামীকে নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর তাঁরা কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানায় একটি জিডি করেন। পরবর্তীতে তাঁরা কুমিল্লা থানাসহ র‌্যাবের সদর দফতর ও মিন্টু রোডে গোয়েন্দা পুলিশের কার্যালয়ে যোগাযোগ করলে তাঁর স্বামীকে আটকের বিষয়টি তারা অস্বীকার করে।[৩৮]

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মর্যাদাহানিকর আচরণ ও জবাবদিহিতার অভাব

৩৫. সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কাজে ব্যবহার করার ফলে এইসব সংস্থার সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছে। আর এই দায়মুক্তি ভোগ করার কারণেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে নাগরিকদের ওপর নির্যাতন, নির্যাতন না করার জন্য ঘুষ আদায়, পায়ে গুলি, হামলা, হয়রানি এবং চাঁদা আদায়ের ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে। মানবাধিকারকর্মীদের প্রচেষ্টায় ও চাপে ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন পাস হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার এই আইনে মামলা করতে পারছেন না বা মামলা হলেও তা বিচারের মুখ দেখছে না।

৩৬. গত ৮ নভেম্বর যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার মাটিকুমড়া গ্রামে পুলিশ মাদক উদ্ধার অভিযানের নামে বেশ কিছু ব্যক্তিকে আটক করে। পরে পুলিশ আটককৃতদের মধ্যে ফারুক হোসেন ও আশরাফুল ইসলাম নামে দুই ব্যক্তির ওপর নির্যাতন চালায় এবং পায়ে গুলি করে। ফারুক ও আশরাফুলকে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালে ভর্তি করা হলে পঙ্গু হাসপাতালের চিকিৎসক অসিম ঘোষ জানান, অস্ত্রোপচার করে ফারুক ও আশরাফুলের বাঁ পা হাটুর নিচ থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। তাঁদের দুজনের পায়ে গুলির আঘাত ছিল।[৩৯]

যশোরের আশরাফুল ইসলাম (বাঁয়ে) ও ফারুক হোসেন। দুজনই গুলিবিদ্ধ হয়ে বাঁ পা হারিয়েছেন। ছবিঃ প্রথম আলো ২৫ নভেম্বর ২০১৮

---

[৩৮] অধিকারের সংগৃহীত তথ্য

[৩৯] প্রথম আলো, ২৫ নভেম্বর ২০১৮

কারাগারে মানবাধিকার লঙ্ঘন

৩৭. বিরোধীদলের নেতাকর্মী ও ভিন্নমতাবলম্বীদের দমন করার জন্য গ্রেফতার অভিযান চালানোর ফলে কারাগারের ধারণ ক্ষমতার প্রায় তিনগুন বন্দি আছেন বলে জানা গেছে।[৪০] সারাদেশে কারাগারের মোট ধারণ ক্ষমতা ৩৬ হাজার ৬১৪ জন। কিন্তু ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত বন্দি ছিল ৯২৪০৪ জন।[৪১] অতিরিক্ত বন্দি থাকায় কারাগারগুলোতে মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। এছাড়া কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এবং উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। *অধিকার এর* তথ্য মতে নভেম্বর মাসে কারাগারে ৭ জন কারাবন্দী অসুস্থতাজনিত কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৩৮. নভেম্বর মাসেও নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ২৫ নভেম্বর নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক দিবস বিশ্বব্যাপি পালিত হয়। বাংলাদেশেও এই দিবসটি এমন এক সময়ে পালিত হয়েছে যখন বাংলাদেশে নারীরা ব্যাপকভাবে সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার বিষয়টি হতাশাজনক।[৪২] প্রাপ্ত বয়স্ক নারীর তুলনায় শিশুরা অধিক হারে ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। গণ-পরিবহনগুলোতেও নারীরা ব্যাপকভাবে যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন অথচ এর কোন প্রতিকার নেই। এছাড়া বাল্য বিয়ে সহায়ক ১৯ ধারাটি এখনও 'বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭'তে সংযুক্ত আছে। ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে বিশেষতঃ মেয়ে শিশুদের বিয়ের বৈধতা দিচ্ছে আইনের এই বিশেষ ১৯ ধারা।

৩৯. নভেম্বর মাসে মোট ৫ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

৪০. নভেম্বর মাসে ৫ জন নারী ও ১ জন বিবাহিত কিশোরী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ৪ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে ও ২ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

৪১. নভেম্বর মাসে মোট ৩১ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১২ জন নারী ও ১৯ জন মেয়ে শিশু। ঐ ১২ জন নারীর মধ্যে ৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ও ২ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এছাড়া ধর্ষণের শিকার একজন নারী আত্মহত্যা করেন। ১৯ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ৩ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই সময়ে ৫ জন মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

---

[৪০] নয়াদিগন্ত, ১৩ নভেম্বর ২০১৮; http://www.dailynayadiganta.com/first-page/364250/

[৪১] https://www.prison.gov.bd/profile/prison-directorate

[৪২] নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের জন্য চেষ্টা, যৌতুকের জন্য হত্যা, আত্মহত্যার প্ররোচনা আর যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অপরাধে ঢাকা জেলার পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে ২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দায়ের হওয়া ৭ হাজার ৮৬৪ টি মামলার প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪ হাজার ২৭৭টি মামলা, সাজা হয়েছে ১১০ টি মামলায়। অর্থাৎ বিচার হয়েছিল ৩ শতাংশের কম ক্ষেত্রে। বাকি ৯৭ শতাংশ মামলার আসামী হয় বিচার শুরু হওয়ার আগে অব্যাহতি পেয়েছে, নয়তো পরে খালাস পেয়েছে।

সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও বাংলাদেশের ওপর ভারতের হস্তক্ষেপ অব্যাহত

৪২. বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশের নাগরিকদের হত্যা, নির্যাতনসহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে লুটপাট, অপহরণ এবং বাংলাদেশের ওপর ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক হস্তক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন বিষয়ে ব্যাপক হস্তক্ষেপের অভিপ্রায়ে ভারত সরকার ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র অস্বচ্ছ ও বিতর্কিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৪৩]

৪৩. *অধিকার* এর তথ্যমতে নভেম্বর মাসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র কর্তৃক ১ জন গুলিতে ও ১ জন নির্যাতনে নিহত এবং ১ জন অপহৃত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

৪৪. গত ৪ নভেম্বর চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার জহুরপুরটেক সীমান্তের আন্তর্জাতিক মেইন সীমান্ত পিলার ১৯/৪ এলাকা দিয়ে গরু আনতে যায় একদল বাংলাদেশী। এই সময় বিএসএফ'র পাতলটোলা ক্যাম্পের সদস্যরা এই বাংলাদেশীদের মধ্যে থেকে ডালিম মাঝি নামে এক যুবককে ধরে তাঁকে রাইফেল দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে।[৪৪]

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তন সংক্রান্ত জটিলতা

৪৫. গত ১৫ নভেম্বর ২০১৮ শরণার্থী, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিশনার আবুল কালাম এক প্রেস ব্রিফিং-এ জানান, বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবর্তনের কথা থাকলেও রোহিঙ্গাদের প্রতিবাদ ও ফিরে যেতে অনীহার কারণে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য, ১৫ নভেম্বর থেকে প্রাথমিকভাবে দুই হাজারেরও বেশী রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর কথা ছিল। সেজন্য রোহিঙ্গাদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করা হয়েছিল। তাঁদেরকে রাখার জন্য উখিয়ার টিভি টাওয়ারের কাছে নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ট্রানজিট ক্যাম্প এবং টেকনাফের কেরুনতলী ট্রানজিট ক্যাম্প প্রস্তুত করা হয়। ঘুমধুম ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থানকারীদের বাংলাদেশের তমব্রু সীমান্ত দিয়ে সড়ক পথে এবং কেরুনতলী ট্রানজিট ক্যাম্পে অবস্থানকারীদের বাংলাদেশের নাগপুরা সীমান্ত দিয়ে নৌ-পথে পাঠানোর কথা থাকলেও ঐ ক্যাম্পগুলোতে কোনো রোহিঙ্গাকে আনা যায়নি। উনচিপ্রাং শরণার্থী ক্যাম্প থেকে পালিয়ে কুতুপালং লম্বাশিয়ায় শরণার্থী ক্যাম্পে আত্মগোপন করে থাকা মুহাম্মদ আয়াছ নামে এক রোহিঙ্গা শরণার্থী *অধিকারকে* জানান, উনচিপ্রাং শরণার্থী ক্যাম্পে বাস করা শরণার্থীদের মধ্যে যাঁদের নাম প্রত্যাবর্তন তালিকায় ছিল সেইসব পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাঁদের ছেলে-মেয়েসহ পরিবারের অন্যান্যদের রেখে বিভিন্ন শরণার্থী ক্যাম্পে আত্মগোপন করে আছেন। তিনি বলেন, উনচিপ্রাং সেনা ক্যাম্পের পাশেই তাঁর ঘর ছিল, ওখানে তাঁর স্ত্রী-সন্তানকে ফেলে তিনি কুতুপালংয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। আয়াছ আরো বলেন, "আমরা ন্যায়বিচার চাই, নাগরিকত্ব ছাড়া আমরা কখনোই মিয়ানমারে ফিরে যাব না।" *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, জোর করে

---

[৪৩] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত ও প্রতারনামূলক নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলে থেকে অদ্ভুত এবং অকার্যকর সংসদ গঠনে ভূমিকা পালন করেছে। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

[৪৪] যুগান্তর, ৫ নভেম্বর ২০১৮; https://www.jugantor.com/todays-paper/news/108374/

প্রত্যাবর্তনের ভয়ে ১৪ নভেম্বর রাতে উখিয়ার জামতলী, হাকিমপাড়াসহ বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে অনেক রোহিঙ্গা কুতুপালংয়ে শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে পালিয়ে গিয়েছেন।

৪৬. অপরদিকে ইউএনএইচসিআর কর্তৃক ইস্যুকৃত স্মার্ট কার্ডে রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারের জাতিসত্তা 'রোহিঙ্গা' না লেখা থাকায় তাঁদের অনেকেই *অধিকারএর* কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এঁদের অনেকেই জানিয়েছেন স্মার্ট কার্ডে 'রোহিঙ্গা' আইডেন্টিটি বাদ দেয়া হলে পরবর্তীতে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নাগরিক হিসেবে তাঁরা নিজেদের দাবী করলেও তা মিয়ানমার সরকার অস্বীকার করতে পারে। স্মার্ট কার্ড বিতরণের প্রতিবাদে রোহিঙ্গাদের কয়েকটি সংগঠনের উদ্যোগে গত ২৬ নভেম্বর কুতুপালং ক্যাম্পের লম্বাশিয়া এলাকায় বিক্ষোভ সমাবেশ করেন রোহিঙ্গারা।

সুপারিশ

১. অবিলম্বে একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশন থেকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে।

২. দমনমূলক, অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়রানি ও গ্রেফতার অভিযান বন্ধ করতে হবে এবং অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত হয়রানিমূলক মামলা তুলে নিতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে ।

৩. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩), ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন ও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। এই সব আইনে দায়ের করা মামলাগুলো তুলে নিতে হবে এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দিতে হবে।

৫. সরকারকে মাদকবিরোধী অভিযানের নামে অথবা অন্য যে কোন অজুহাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৬. সরকারকে অবশ্যই গুম বন্ধ করতে হবে এবং গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

৭. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। ধর্ষণকারীসহ নারীদের ওপর সহিংসতাকারীদের বিষয়ে সালিশ করা বন্ধ করতে হবে এবং নারীর বিচার প্রাপ্তির জন্য পুলিশকে সঠিকভাবে তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে বিচারের সম্মুখিন করতে হবে। সরকারদলীয় দুর্বৃত্তরা যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

৮. ভারতকে অবশ্যই বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক হত্যা, নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিকটিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৯. বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করা এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১০. *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে আহ্বান জানাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ানমার সরকার, সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ অন্যান্য দায়ীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে সহায়তা করতে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত, 'রোহিঙ্গা' জাতি হিসেবে তাঁদের স্বীকৃতি এবং মিয়ানমারের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল না করে জোরপূর্বক প্রত্যাবর্তন না করার জন্য অধিকার মিয়ানমার ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি জোরালো আহ্বান জানাচ্ছে।

১১. *অধিকার* এর উপর চলমান রাষ্ট্রীয় নিপীড়ণ বন্ধ করতে হবে। *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। অবিলম্বে সরকারকে *অধিকার* এর নিবন্ধন নবায়নসহ মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় দিতে হবে।

১২. নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে নির্বাচন কমিশনকে *অধিকার* এর নিবন্ধন পুনর্বহাল করতে হবে কারণ এটি একতরফাভাবে বাতিল করা হয়েছে, যা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ বিধিমালা ২০১৭ এর লজ্ঘন। নিবন্ধন বাতিলের আগে নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে *অধিকার* কোনো পূর্ব নোটিশ পায়নি এবং *অধিকার*কে শুনানির জন্য কোন আবেদন করার সুযোগও দেয়া হয়নি। এটি স্পষ্ট যে, এই পদক্ষেপটি *অধিকার*কে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করার আরেকটি অপচেষ্টা এবং নির্বাচনের সময় অনিয়ম ও বেআইনি কার্যকলাপ ও মানবাধিকার লংঘন সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখার উদ্যোগ।